দৈনিক ইনকিলাব

037

তারিখ 17 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... 1 / 7 ...

টেকস্টবুক বোর্ডের প্রশাসনে অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপ

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, ব্যক্তি স্বার্থ এবং খামখেয়ালীপনার জন্যে প্রশাসন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, অদৃশ্য শক্তির কৃপায় একশ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারী নিয়ম-নীতি ও চাকরিবিধি লংঘন করে বছরের পর বছর একই পদে বহাল রয়েছেন। বদলির আদেশ দেয়া হলেও তা নির্ধারিত সময়ের আগেই চাপা দেয়া হয়।

জানা গেছে, বোর্ডের একজন মহিলা উপ-সচিবের কৃপা দৃষ্টির ফলে বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা দু'হাতে ফায়দা লুটছেন। অনেকেই সুযোগের পুরোটা কাজে লাগিয়ে যার যার আখের গোছানোয় ব্যস্ত। মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বোর্ড কর্মকর্তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। ১৯৭৩ সালের মে মাসে গাইবান্ধা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে

২-এর পৃঃ দেখুন

টেকস্টবুক বোর্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সহকারী সচিবের পদে বোর্ড অফিসে ডেপুটেশনে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদেন। সূত্র মতে, ডেপুটেশনে থাকাকালীন অনেকবার তার বদলির আদেশ দেয়া হলেও মহিলা স্বীয় পদে চাকরি করে যাচ্ছেন। মহিলাকে একই পদে এই স্থানে চাকরির সুযোগ দেয়ার পেছনে এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে উক্ত মহিলা সহকারী সচিবের পদ আঁকড়ে আছেন। বর্তমানে উপ-সচিব হিসেবে কাজ করছেন। ইদানীং তিনি বোর্ড অফিসে প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন, বোর্ড অফিস থেকেই অবসর নেবেন। কেউ তাকে বদলি করতে পারবে না। কিসের জোরে তিনি প্রকাশ্যে দম্ভোক্তি করছেন জানা যায়নি। তবে সূত্র মতে, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপে বদলির আদেশ কার্যকর না হওয়ায়ই তিনি এ ধরনের উক্তি করার সাহস সঞ্চয় করেছেন।

গত ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের বিশেষ বৈঠকে যে সব ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলির আদেশ কার্যকর হয়নি সে সব ক্ষেত্রে তা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। বিভিন্ন অফিস-আদালতে নির্দেশ যথাসময়ে পাঠানো হয়েছে। টেকস্টবুক বোর্ড অফিসেও একই নির্দেশ আসে। কিন্তু তা কার্যকর করার

প্রাহমারা শিক্ষা পারদফতরে বদলি করা হয়। আদেশটি দেয়া হয়েছিল মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে। উল্লেখ্য, বদলিকৃতদের নামের সাথে পদবী বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের কথাও বলা হয়েছে।

সূত্র জানায়, বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কথিত অদৃশ্য শক্তি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বোর্ড অফিসে একই পদে মহিলাকে বহাল রেখেছেন। অন্যদিকে এসব কর্মকাণ্ডের জন্যে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিয়েছে।

সরকারী নিয়মে, স্বামী-স্ত্রী সরকারী চাকরিজীবী হলে যে কোন একজন বাড়ী ভাড়া পাবেন। এই নিয়ম লংঘন করে নিজের বাড়ীতে বসবাস করে দু'জনেই সেই সুবিধা ভোগ করছেন বলে জানা গেছে। উক্ত মহিলা বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি করেছেন, তিনি বা তার স্বামী কোন প্রকার বাড়ীভাড়া গ্রহণ করছেন না। মহিলা প্রতিমাসে বোর্ড থেকে বাড়ী ভাড়া নিচ্ছেন। অন্যদিকে স্বামী বিসিকের মহা-ব্যবস্থাপক একই পদ্ধতিতে বিসিকের কাছ থেকে বাড়ী ভাড়ার সুবিধা ভোগ করছেন।